৪৮ আশ্চর্য কাজ করছে। আমরা যদি তাকে এই ভাবে চলতে দিই, তবে সবাই তার উপরে বিশ্বাস করবে, আর রোমীয়েরা এসে আমাদের উপাসনা-ঘর এবং আমাদের জাতিকে ধ্বংস করে ফেলবে।"

৪৯ তাঁদের মধ্যে কাইয়াফা নামে একজন সেই বছরের মহা-পুরোহিত
৫০ ছিলেন। তিনি তাঁদের বললেন, "তোমরা কিছুই জান না, আর ভেবেও দেখ না যে, গোটা জাতিটা নষ্ট হওয়ার চেয়ে বরং সমস্ত লোকের বদলে একজন মানুষের মৃত্যু অনেক ভাল।"

৫১ কাইয়াফা যে নিজে থেকে এ কথা বলেছিলেন তা নয় কিন্তু তিনি ছিলেন সেই বছরের মহা-পুরোহিত। সেই জন্য তিনি ভবিষ্যতের
৫২ কথা বলেছিলেন যে, যিহূদী জাতির জন্য যীশুই মরবেন। কেবল যিহূদী জাতির জন্যই নয়, কিন্তু ঈশ্বরের যে সন্তানেরা চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে তাদের জড় করে এক করবার জন্যও তিনি মরবেন।

৫৩ সেই দিন থেকে যিহূদী নেতারা যীশুকে মেরে ফেলবার ষড়যন্ত্র
৫৪ করতে লাগলেন। সেই জন্য যীশু খোলাখুলিভাবে যিহূদীদের মধ্যে চলাফেরা বন্ধ করে দিলেন, আর সেই জায়গা ছেড়ে মরু-এলাকার কাছে ইফ্রয়িম নামে একটা গ্রামে চলে গেলেন। সেখানে তিনি তাঁর শিষ্যদের নিয়ে থাকতে লাগলেন।

৫৫ তখন যিহূদীদের উদ্ধার-পর্ব কাছে এসেছিল। পর্বের আগে নিজেদের শুচি করবার জন্য অনেক লোক গ্রাম থেকে যিরূশালেমে
৫৬ গিয়েছিলেন। এই সব লোকেরা যীশুর খোঁজ করতে লাগল। তারা উপাসনা-ঘরে দাঁড়িয়ে একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করতে লাগল, "তিনি কি এই পর্বে একেবারেই আসবেন না? তোমাদের কি মনে হয়?"

৫৭ প্রধান পুরোহিতেরা ও ফরীশীরাও আদেশ দিয়েছিলেন যে, যীশু কোথায় আছে তা যদি কেউ জানে তবে সে যেন খবরটা তাঁদের জানায়, যাতে তাঁরা যীশুকে ধরতে পারেন।

মরিয়মের শ্রদ্ধা

১২ উদ্ধার-পর্বের ছয় দিন আগে যীশু বেথনিয়াতে গেলেন। যাঁকে তিনি মৃত্যু থেকে জীবিত করেছিলেন সেই লাসার বৈথনিয়াতে বাস
২ করতেন। সেখানে তাঁরা যীশুর জন্য খাওয়ার আয়োজন করলেন। মার্থা পরিবেশন করছিলেন। যাঁরা যীশুর সংগে খেতে বসেছিলেন

৩ তাঁদের মধ্যে লাসারও ছিলেন।

এমন সময় মরিয়ম আধ সের খুব দামী, খাঁটি সুগন্ধি আতর নিয়ে আসলেন এবং যীশুর পায়ে তা ঢেলে দিয়ে নিজের চুল দিয়ে তাঁর পা মুছে দিলেন। সেই আতরের সুগন্ধে সারা ঘর ভরে গেল।
৪ যীশুর শিষ্যদের মধ্যে একজন, যে তাঁকে শত্রুদের হাতে ধরিয়ে দেবে,
৫ সেই যিহূদা ইস্কারিয়োৎ বলল, "এই আতর তিনশো দীনারে বিক্রী করে গরীব– দুঃখীদের দেওয়া যেত। কেন তা করা হল না?"
৬ যিহূদা যে গরীবদের বিষয়ে চিন্তা করে এ কথা বলেছিল তা নয়। আসলে সে ছিল চোর। টাকার বাক্স তার কাছে থাকত বলে যা কিছু জমা রাখা হত তা থেকে সে চুরি করত।
৭ যীশু বললেন,"তোমরা ওর মনে কষ্ট দিয়ো না। আমাকে কবর
৮ দেবার সময়ে সাজাবার জন্যই ও এটা রেখেছিল। গরীবেরা তো সব সময় তোমাদের মধ্যে আছে, কিন্তু আমাকে তোমরা সব সময় পাবে না।"
৯ যীশু বৈথনিয়াতে আছেন জানতে পেরে যিহূদীদের মধ্য থেকে অনেক লোক সেখানে আসল। তারা যে কেবল যীশুর জন্য সেখানে এসেছিল তা নয়, কিন্তু যাঁকে যীশু মৃত্যু থেকে জীবিত করেছিলেন
১০ সেই লাসারকেও দেখতে আসল। তখন প্রধান পুরোহিতেরা লাসার–
১১ কেও মেরে ফেলবেন বলে ঠিক করলেন, কারণ লাসারের জন্য যিহূদীদের মধ্যে অনেকেই পুরোহিতদের ছেড়ে যীশুর উপর বিশ্বাস করছিল।

যিরূশালেমে প্রবেশ

১২ যে সব লোক পর্বে গিয়েছিল তারা পরদিন শুনতে পেল যীশু
১৩ যিরূশালেমে আসছেন। তখন তারা খেজুর পাতা নিয়ে তাঁকে এগিয়ে আনতে গেল আর চিৎকার করে বলতে লাগল–

"হোশান্না, যিনি প্রভুর নামে আসছেন,
তাঁর গৌরব হোক্।
তিনিই ইস্রায়েলের রাজা।"

১৪ পবিত্র শাস্ত্রের কথামত যীশু একটা গাধা দেখতে পেয়ে তার উপরে বসেছিলেন। শাস্ত্রে লেখা আছে–

১৫ হে সিয়োন–কন্যা, ভয় কোরো না।
চেয়ে দেখ, তোমার রাজা গাধার বাচ্চার উপরে
চড়ে আসছেন।

১৬ যীশুর শিষ্যেরা প্রথমে এসব বুঝতে পারলেন না। পরে যীশুর মহিমা যখন প্রকাশিত হল, তখন তাঁদের মনে পড়ল পবিত্র শাস্ত্রের ঐ কথা যীশুর বিষয়েই লেখা হয়েছিল। তাঁদের আরও মনে পড়ল লোকেরা যীশুর জন্যই ঐসব করেছিল।

১৭ লাসারকে কবর থেকে ডেকে জীবিত করে তুলবার সময় যে সব লোক যীশুর কাছে ছিল তারাই পরে লাসারের জীবিত হয়ে উঠবার
১৮ বিষয় সাক্ষ্য দিচ্ছিল। আর সেই জন্যই লোকেরা যীশুকে এগিয়ে আনতে গিয়েছিল, কারণ তারা শুনেছিল যীশুই সেই আশ্চর্য কাজটা
১৯ করেছেন। এ দেখে ফরীশীরা একে অন্যকে বললেন,"আমাদের কোন লাভই হচ্ছে না। দেখ, সারা দুনিয়া তার দলে চলে গেছে।"

নিজের মৃত্যুর বিষয়ে প্রভু যীশু

২০ সেই পর্বে যারা উপাসনা করতে এসেছিল তাদের মধ্যে কয়েকজন
২১ গ্রীকও ছিল। তারা ফিলিপের কাছে এসে তাঁকে অনুরোধ করে বলল, "আমরা যীশুকে দেখতে চাই।" ফিলিপ ছিলেন গালীল প্রদেশের
২২ বৈৎসৈদা গ্রামের লোক। ফিলিপ গিয়ে কথাটা আন্দ্রিয়কে বললেন। পরে আন্দ্রিয় ফিলিপ গিয়ে যীশুকে বললেন।

২৩ যীশু তখন আন্দ্রিয় ও ফিলিপকে বললেন, "মনুষ্যপুত্রের মহিমা
২৪ প্রকাশিত হবার সময় এসেছে। আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, গমের বীজ মাটিতে পড়ে যদি না মরে তবে একটাই বীজ থাকে, কিন্তু যদি
২৫ মরে তবে প্রচুর ফসল জন্মায়। যে নিজেকে অতিরিক্ত ভালবাসে সে তার সত্যিকারের জীবন হারায়, কিন্তু যে এই জগতে তা করে না, সে
২৬ তার সত্যিকারের জীবন অনন্ত জীবনের জন্য রক্ষা করবে। কেউ যদি আমার সেবা করতে চায়, তবে সে আমার পথে চলুক। আমি যেখানে আছি আমার সেবাকারীও সেখানে থাকবে। কেউ যদি আমার সেবা করে তবে পিতা তাকে সম্মান দান করবেন।

২৭ "আমার মন এখন অস্থির হয়ে উঠেছে। আমি কি এ কথাই বলব, 'পিতা, যে সময় এসেছে, সেই সময়ের হাত থেকে আমাকে রক্ষা কর'?

২৮ কিন্তু এরই জন্য তো আমি এই সময় পর্যন্ত এসেছি। পিতা, তোমার
মহিমা প্রকাশ কর।"

স্বর্গ থেকে তখন এই কথা শোনা গেল, "আমি মহিমা প্রকাশ
করেছি এবং আবার তা প্রকাশ করব।"

২৯ যে লোকেরা সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল তারা তা শুনে বলল, "ওটা মেঘের
ডাক।"

কেউ কেউ আবার বলল,"কোন স্বর্গদূত উনার সংগে কথা
বললেন।"

৩০ এতে যীশু বললেন, "এই কথা আমার জন্য বলা হয়নি, কিন্তু
৩১ আপনাদের জন্যই বলা হয়েছে। এই জগতের বিচারের সময় এবার
এসেছে, আর জগতের কর্তার হাত থেকে এখন প্রভুত্ব কেড়ে নেওয়া
৩২ হবে। আমাকে যখন মাটি থেকে উঁচুতে তোলা হবে, তখন আমি
৩৩ সবাইকে আমার কাছে টেনে আনব।" তাঁর কি রকমের মৃত্যু হবে তা
বুঝবার জন্য তিনি এই কথা বললেন।

৩৪ তখন লোকেরা যীশুকে বলল, "আমরা পবিত্র শাস্ত্র থেকে
শুনেছি মশীহ চিরকাল থাকবেন। তবে আপনি কি করে বলছেন যে,
মনুষ্যপুত্রকে উঁচুতে তুলতে হবে? তাহলে এই মনুষ্যপুত্র কে?"

৩৫ যীশু তাদের বললেন,"আর অল্প সময়ের জন্য আলো আপনা–
দের সংগে সংগে আছে। আলো আপনাদের কাছে থাকতে থাকতেই
চলতে আরম্ভ করুন যেন অন্ধকার আপনাদের উপরে এসে না পড়ে।
৩৬ যে অন্ধকারে চলে, সে কোথায় যাচ্ছে তা জানে না। আলো আপনাদের
কাছে থাকতে থাকতেই আলোর উপর বিশ্বাস করুন যেন আপনারা
আলোতে পূর্ণ হতে পারেন।"

বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের ফল

এই সব কথা বলবার পর যীশু লোকদের কাছ থেকে চলে গিয়ে
৩৭ নিজেকে গোপন করলেন। যদিও তিনি তাদের সামনে চিহ্ন হিসাবে
এতগুলো আশ্চর্য কাজ করেছিলেন তবুও লোকেরা তাঁর উপরে
৩৮ বিশ্বাস করেনি। এটা হয়েছিল যেন নবী যিশাইয়ের এই কথা পূর্ণ
হয় যে –

প্রভু, কে আমাদের সাক্ষ্যে বিশ্বাস করেছে?
আর কার কাছে প্রভুর শক্তি প্রকাশিত হয়েছে?

৩৯ সেই লোকেরা এই জন্যই বিশ্বাস করতে পারেনি, কারণ যিশাইয়
যেমন বলেছেন সেই অনুসারে –

৪০ ঈশ্বরের তাদের চোখ অন্ধ করেছেন
আর অন্তর অসাড় করেছেন,
যাতে তারা চোখ দিয়ে না দেখে
ও অন্তর দিয়ে না বোঝে,
আর ভাল হবার জন্য তাঁর কাছে ফিরে না আসে।

৪১ যিশাইয় যীশুর মহিমা দেখেছিলেন বলে তাঁর বিষয়ে এই কথা
৪২ বলেছিলেন। তবুও নেতাদের মধ্যে অনেকে তাঁর উপরে বিশ্বাস
করলেন, কিন্তু ফরীশীরা সমাজ থেকে তাঁদের বের করে দেবেন সেই
৪৩ ভয়ে তাঁরা তা স্বীকার করলেন না। তাঁরা ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রশংসা
পাওয়ার চেয়ে মানুষের কাছ থেকে প্রশংসা পেতে বেশী ভালবাসতেন।

৪৪ পরে যীশু জোরে জোরে বললেন, "যে আমার উপরে বিশ্বাস
করে, সে যে কেবল আমার উপর বিশ্বাস করে তা নয়, কিন্তু যিনি
৪৫ আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁর উপরেও বিশ্বাস করে। যে আমাকে
৪৬ দেখে, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন সে তাঁকেই দেখে। আমি এই
জগতে আলো হিসাবে এসেছি যেন আমার উপর যে বিশ্বাস
৪৭ করে সে অন্ধকারে না থাকে। যদি কেউ আমার কথা শুনে সেই
মত না চলে তবে আমি তার বিচার করি না, কারণ আমি
মানুষকে দোষী প্রমাণ করতে আসিনি বরং মানুষকে পাপ থেকে
৪৮ উদ্ধার করতে এসেছি। যে আমাকে অগ্রাহ্য করে এবং আমার কথা না
শোনে, তার জন্য বিচারকর্তা আছে। যে কথা আমি বলেছি সেই
৪৯ কথাই শেষ দিনে তাকে দোষী বলে প্রমাণ করবে; কারণ আমি তো
নিজ থেকে কিছু বলিনি, কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন সেই
৫০ পিতা নিজেই আমাকে আদেশ করেছেন কি কি বলতে হবে। আমি
জানি তাঁর আদেশই অনন্ত জীবন। এই জন্য আমি যে সব কথা বলি,
তা আমার পিতার আদেশ মতই বলি।"